দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 APR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

ঢাবিতে ভর্তি নীতিমালায় পরিবর্তন আসছে

শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ৭৫ ভাগ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ● ভুয়া ভর্তি রোধে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ সীমিত ● কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আসছে

শাহজাহান শুভ : দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত, ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক, ভুয়া ভর্তি রোধকল্পে কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে কড়াকড়ি, শিক্ষকদের আধিপত্য হ্রাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ার নতুন নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। ভুয়া ছাত্র চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ভর্তি নীতিমালায় এ পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিল নতুন নীতিমালা ইতোমধ্যে পাস করেছে। আজ (সোমবার) তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার কথা রয়েছে। ভর্তি দুর্নীতি ও অনিয়ম ঠেকাতে কর্তৃপক্ষ এ নীতিমালা তৈরী করেছে বলে ভিসি প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ জানিয়েছেন।

জানা গেছে, নতুন নীতিমালায় শিক্ষার্থীদের ক্লাসে যোগদান ৭৫ ভাগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের পাঠদানে মনোযোগ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার মান বাড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে শিক্ষার্থীদের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানান তারা। নতুন নীতিমালায় আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও এতে শিক্ষার্থী ভোগান্তি বৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। ভুয়া ভর্তি বন্ধ করতে এই নীতিমালা করার কথা বলা হলেও এতে 'চেক এন্ড ব্যালান্স'র ব্যবস্থা রাখা হয়নি। প্রক্রিয়ায় অফিসারদের অন্তর্ভুক্তি নেই। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের শতভাগ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ফলে দুর্নীতি না কমার আশঙ্কাও করেছেন অনেকে।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বিপুল সংখ্যক ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ে। এর মধ্যে কেবল অর্থনীতি বিভাগেই দ্বিতীয় বর্ষ থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত ২৭ জন ভুয়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত হয়েছে। লোক প্রশাসন বিভাগে মিলেছে ২২ অবৈধ শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আরও ২৫ বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ভুয়া শিক্ষার্থী সংক্রান্ত রিপোর্ট এখন তথ্যানুসন্ধান কমিটির হাতে। কমিটির আহবায়ক প্রো-ভিসি প্রফেসর আফম ইউসুফ হায়দার ইনকিলাবকে জানান, আগামীকালের (মঙ্গলবার) সভায় এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু প্রথমবর্ষ নয়, প্রতিবর্ষেই নতুন ভর্তি হতে হয়। বারবার নিয়ম পুনর্ভর্তি এবং বিলম্বভর্তির সুযোগ রয়েছে। ক্লাস উপস্থিতির ব্যাপারেও অনেক সময় শিথিলতা দেখানো হয়। রয়েছে বিভাগ পরিবর্তনের সুযোগ। আবার মুক্তিযোদ্ধা, ওয়ার্ড, অন্ধ ও উপজাতি কোটা রয়েছে। সম্প্রতি ভুয়া ছাত্র চিহ্নিত হওয়ার ঘটনায় এইসব প্রক্রিয়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে ভুয়া ভর্তির ঘটনা ধরা পড়ে। এ কারণে পুরো ভর্তি নীতিমালা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বলে প্রো-ভিসি আফম ইউসুফ হায়দার জানান। জানা গেছে, নতুন নিয়মে কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। সাধারণ ভর্তির মতই এখন থেকে ডীনের অধীনে সরকারি বিভিন্ন ধরনের কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান কোটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা সনদ দিয়ে ভর্তি হলেও তার অধিকাংশ সনদই ছিল জাল। এজন্য এ বিষয়ে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

সূত্রে জানা গেছে, নতুন নীতিমালা অনুযায়ী ৭৫ ভাগ ক্লাস উপস্থিতি থাকতে হবে। বাধ্যতামূলকভাবেই শিক্ষার্থী হাজিরা নেয়া হবে। নিয়মমাফিক উপস্থিতি না থাকলেও কিছুতেই পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি পাবে না। এখন থেকে কোটায় ভর্তির প্রক্রিয়ায় রেজিস্ট্রার অফিসের তদারকি থাকবে না। সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন সংশ্লিষ্ট ডীন। প্রক্রিয়া শেষে ভিসির পক্ষে ডীন অনুমতি দেবেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার কোন চিঠি ইস্যু করবেন না। পুনঃ ভর্তি হতে চাইলে শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট বর্ষের ফলাফলসহ আবেদন করতে হবে। ডীন অফিস এবং বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির অনুমোদনের পর হল প্রভোস্ট তা নিরীক্ষা করবেন। এখন থেকে প্রশাসনিক ভবন নয়, নতুন শিক্ষার্থীদের রোল নম্বর দেবে বিভাগ। ভর্তিকৃতদের রোল নম্বর মেধাতালিকা অনুযায়ী হবে। রেজিস্ট্রেশন নম্বরও মেধাতালিকা অনুযায়ী হবে।

নতুন নীতিমালার সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং গণমুখী দিক হচ্ছে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং ক্লাস উপস্থিতির ব্যাপারে কড়াকড়ি। এখন থেকে শিক্ষার্থীদের ক্লাস উপস্থিতি রেকর্ড করা হবে, যা শিক্ষার্থীর একাডেমিক জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিভাগে সংরক্ষিত থাকবে। কোন শিক্ষার্থী দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে চাইলে তাকে প্রথমবার ভর্তি হওয়া বিভাগ থেকে অনুমতি নিতে হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে এবং দ্বিতীয়বার ভর্তি হতে চাইলে তাকে আগের বিভাগের ভর্তি বাতিল করতে হবে। নইলে ভর্তি করা হবে না। আর এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী আগের রেজিস্ট্রেশন নম্বরেই পরিচিত হবেন, নতুন নম্বর দেয়া হবে না।

ডীন, বিভাগ এবং রেজিস্ট্রার অফিসে এখন থেকে শিক্ষার্থী ছবিসহ প্রোফাইল রাখা হবে। করাতে হবে ইনডেক্স কার্ড। ইনডেক্সে শিক্ষার্থীর ভর্তি আবেদন থেকে সব ছবি থাকবে। পুনঃ ভর্তি হতে চাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ক্লাস শুরুর একমাসের মধ্যে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। পরীক্ষার আগে কোনক্রমেই ভর্তির অনুমতি দেয়া হবে না। শিক্ষার্থীকে চেয়ারম্যান বা পরিচালক প্রত্যয়ন করে (সে নিয়মিত ছাত্র) পরীক্ষার ফরম পূরণের অনুমতি দেবেন। আজ (সোমবার) সব ডীন, চেয়ারম্যান, পরিচালক, হল প্রভোস্ট এবং বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টাদের নিয়ে এক যৌথ সভা ডাকা হয়েছে বলে জানা গেছে। ওই সভায় নতুন নীতিমালা প্রকাশ করা হবে।